R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯০ সাল
২৮শে মার্চ, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকিতে পড়াশুনা ব্যাহত

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ফের শুরু হয়েছে কিছু অধ্যাপকের ব্যাপক ক্লাস ফাঁকি। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্রসংসদও ক্ষুব্ধ। সহযোগীদের ফাঁকিবাজিতে অধ্যাপকদের একাংশও অসন্তুষ্ট। সবার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েও কলেজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো রকম কড়া ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের এই ব্যর্থতায় কলেজে ডামাডোলের সৃষ্টি হতে চলেছে। অধ্যাপকদের এই ফাঁকিবাজি চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এই পত্রিকায় এনিয়ে লেখালেখি হওয়ায় সাময়িক ভাবে তা কিছু দিন বন্ধ হয়। গত দু'মাস থেকে আবার আগের মতই কিছু অধ্যাপকের কলেজে ব্যাপক অনুপস্থিতিতে পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট হতে চলেছে বলে অভিযোগ এসেছে। অভিযোগে প্রকাশ, কলেজে অঙ্কের একজন অধ্যাপক 'ক্লাস অফ', 'নো ক্লাস' এবং 'সি এল' দেখিয়ে পর পর ১৮ দিন কলেজে অনুপস্থিত থেকেছেন। বায়োলজি বিভাগের এক অধ্যাপক গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ১ দিন কলেজে ক্লাস নিয়েছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের এক অধ্যাপক তো আবার ক্রমাগত কলেজে উপস্থিত না হয়ে বুক ফুলিয়ে কলকাতা-বহরমপুর করে বেড়াচ্ছেন। আর দু'জন অধ্যাপক সপ্তাহে ৩—৪ দিন করে ক্লাস অফ নিয়ে চলেছেন বহুদিন থেকেই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে কেউই 'মেডিক্যাল' ছাড়া পর পর ৭ দিনের বেশী কলেজে অনুপস্থিত থাকতে পারেন না। সপ্তাহে ১ দিনের বেশী ক্লাস অফও পেতে পারেন না। অভিযুক্ত অধ্যাপকদের মধ্যে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাও রয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা ওই কলেজে কোনো 'লীভ রেজিষ্টার' নেই। এই সুযোগেই সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকেরা যথেচ্ছভাবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চলেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। গত ৫—৬ বছরে ওই কলেজে বাংলা ছাড়া কোনো বিষয়েই কোনো ছাত্র অনার্স না পাওয়ার কারণ হিসেবে কিছু অধ্যাপকের কর্তব্যকর্মে অবহেলাই দায়ী বলে অনেকেই মনে করেন। অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। এবং বলতে গেলে-কয়েকজন কর্তব্যনিষ্ঠ অধ্যাপকের জন্যই এখনও কলেজটি কোনো রকমে টিকে রয়েছে। কলেজের (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সুসজ্জিত মিনি হাসপাতালের সমস্ত সাজসরঞ্জাম উধাও

বিশেষ সংবাদদাতা : ইংরাজ আমলে কাঞ্চনতলা এলাকায় কোন হাসপাতাল ছিল না। জনসাধারণের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কাঞ্চনতলার বড় তরফের জমিদার সমরেন্দ্রনাথ রায়ের পিতা তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে কাঞ্চনতলা স্কুলের সামনে একটি ডিসপেনসারি গৃহ নির্মাণ করেন। একজন স্থায়ী চিকিৎসক, একজন পাশ করা কমপাউনডার ও যাবতীয় আসবাবপত্র ও চিকিৎসার সাজসরঞ্জামসহ এই ডিস্‌পেন্‌সারিটি জনসাধারণকে উৎসর্গ করা হয়। একটি ট্রাষ্টিবোর্ড এই হাসপাতাল পরিচালনা করার ভার নেন। দীর্ঘদিন এই হাসপাতালটি ধুলিয়ান কাঞ্চনতলার দশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে একমাত্র আরোগ্যনিকেতন ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে স্থানীয় দলাদলির ফলে জমিদার পরিবারের অজ্ঞাতসারে এই হাসপাতাল রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিছুদিন কাজ চালানোর পর রাজ্য সরকার হঠাৎ এই হাসপাতালটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং একদিন রাতারাতি ট্রাক নিয়ে এসে সমস্ত সাজসরঞ্জাম আসবাবপত্র এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। হাসপাতালভবন ও প্রাঙ্গণটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। বর্তমানে নানা ধরনের জবরদখলকারী সমস্ত জায়গাটা দখল করে বসেছে। প্রচার করা হয় যে এরা নাকি গঙ্গার ভাঙনে গৃহচ্যুত ব্যক্তি। কিন্তু এই প্রতিবেদক দু'দিন তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও গঙ্গার ভাঙনে গৃহচ্যুত ব্যক্তির সন্ধান খুব বেশী পাননি। চালের আড়ত, কাপড়ের দোকান (দেশী ও বাংলাদেশের), মাংসের দোকান, চায়ের দোকান—হরকিসিমের ব্যবসা চলছে। জুয়ার আসর বসছে। রাতের অন্ধকারে নারীমাংসের ব্যবসাও চলে।

ধুলিয়ানের নতুন হেল্‌থ্‌ সেণ্টার শহর থেকে দূরে। এই সজ্জিত ডিস্‌পেন্‌সারিটি এভাবে নষ্ট করা সামাজিক অপরাধ। মানুষের ন্যূনতম চিকিৎসার যে দেশে কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

দাদাঠাকুরের আবক্ষ মূর্ত্তি ও খড়খড়ি সেতু

জঙ্গিপুর মহকুমা দাদাঠাকুর জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন হচ্ছে। শিল্পী যামিনী পাল মূর্ত্তি তৈরির ভার নিয়েছেন। খড়খড়ির উপর নবনির্মিত সেতুটির নামকরণ দাদা ঠাকুরের নামে করার চেষ্টা চলছে। শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক এ বিষয়ে পূর্ত্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পত্রালাপ করছেন। মূর্ত্তি নির্মাণের জন্য দাদাঠাকুর জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস হল

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে ধুলিয়ানে ২৫ মার্চ্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস করেছেন হাহলে আদিসের সর্ব-ভারতীয় সভাপতি আব্দুল অহীদ। এই উপলক্ষে ধর্মীয় জলসায় বাংলাদেশ, নেপাল সহ বিভিন্ন এলাকার বহু মুসলিম শিক্ষাবিদ্ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান চলে ২৪ এবং ২৫ মার্চ্চ সারাদিন ধরে। এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৬৯-তম রাজ্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ১২ বিঘে জমির উপর গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আপাততঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। পরে এখানে একটি (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯০ সাল।

পুরসভা

জঙ্গিপুর পুরসভার আর এক দফা অনাস্থা পাশ হইয়া গেল। অনাস্থাসূচক সভার অধিবেশন এক তরফা হইয়াছে। কেন না ছয়জন সি পি এম সদস্য এবং একজন আর এস পি সদস্য এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। এবারকার অনাস্থা আনিয়াছে নির্দল, গণকমিটি ও বামফ্রন্টের শরিকদলের সম্মিলিত জোট। ১৯৮১ সালের কথা মনে পড়িতেছে যখন আর এস পি-র সমর্থনে নির্দল কমিশনারগণ পুরসভায় প্রথম বোর্ড গঠন করেন। পুরসভার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বুঝিয়া যথারীতি পুরকার্য আরম্ভ করিবার এক বৎসরের মধ্যেই নির্দল সদস্যদের যোগে সি পি এম দল পূর্ব গঠিত বোর্ড-এর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনিয়া স্বপক্ষীয় বোর্ড গঠন করিলেন। কিন্তু উনিশ মাস পরে আবার বিপর্যয় আসিয়া গেল।

পুরসভার বোর্ড ভাঙ্গাগড়ার সুতীব্র প্রতিযোগিতা ১৯৮১ হইতে লক্ষণীয়ভাবে চলিতেছে। প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারের অনাস্থার ব্যাপারে নির্দল কমিশনারদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার কারণ পুর নির্বাচনে একক দল হিসাবে কেহই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং নির্দল সদস্যদের মুখাপেক্ষী না হইলে কাহারও চলিতেছে না। এই নির্দল সদস্যগণ সকলেরই বরণীয়। পাল্লা ভারী ইহারাই করিতে পারেন। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীনীতে প্রীনীতং জগৎ'—নির্দলেরা তুষ্ট হইলে পুরবোর্ড স্বস্তি পান, যে কোন পক্ষ শান্তিতে পুরকার্য চালাইতে পারেন। কিন্তু সত্যই কি তাই? জঙ্গিপুর পুরসভার ঘটনাপরম্পরা হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, পুরসিংহাসন কণ্টকাকীর্ণ। ১৯৮১তে এক পুরপতি ক্ষমতাচ্যুত হইলেন, ১৯৮৪তে হইলেন অপরজন। ভবিষ্যতে আরও কী হইবে কে জানে?

নদীর এক কূল ভাঙ্গে অপর কূল গড়ে। নদীর গতি পরিবর্তনে ভূ-পৃষ্ঠের মানচৈত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়, গ্রাম জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়, অপর দিকে পাললিক চর জাগে। সেখানে গ্রাম-জনপদ গড়িয়া উঠা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। নদীর এই খেয়ালের খেলায় নাজেহাল তীরবর্তী মানুষেরা উদ্ব্যস্ত উদ্বাস্তু হইয়া আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটেন। এই পুরসভায় ভাঙ্গা আর গড়া যাহা বার বার সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে পুরকর্ম ব্যাহত হইতেছে; কি হইতেছে না তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, কোন পক্ষ কোন বারই পুরা টার্মে কাজ করিবার সুযোগ পান নাই। ফলে কাজ কী হইল, পুরসভার করদাতারা কিছু বুঝিবার অবকাশ পান নাই। কোন্ দল জিতিল বা হারিল, তাহাতে তাঁহাদের কিছু যায় আসে না। পৌরজীবনের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁহাদের কাম্য। সে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটিলে তাঁহারা নদীর ভাঙ্গন এলাকার মানুষের মত অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারেন না সত্য, তবে নানা অসুবিধার মধ্যে পৌরজীবন-যাপন করেন।

পুরসভার আগামী সভা মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়ের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হইবে। আর সেই সভাতে নূতন বোর্ড গঠিত হইবে। নূতন পুরপতি যিনি আসিবেন তাঁহাকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি এবং পৌরকল্যাণে আমাদের সীমিত ক্ষমতার সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

বাস দুর্ঘটনা ও প্রশাসনিক অসৌজন্যতা

গত ১৫ মার্চ্চ রামপুরহাট—রঘুনাথগঞ্জ গামী 'ফায়েজা' নামীয় বাসের দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক ও বিয়োগান্ত। কমপক্ষে ৪ জন অদ্যবধি প্রাণ হারিয়েছেন, আহতদের সংখ্যাও অনেক—যাদের পরবর্তীতে কোন না কোন অঙ্গহানির আশংকা এখনও বিদ্যমান। এই মর্মান্তিক বিয়োগান্ত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে বা কাহারা কিংবা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক সে আলোচনায় আসছি না। ঘটনার তারিখে অগণিত মানুষের ভীড়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ঐ দৃশ্য দেখার প্রত্যক্ষ দর্শক হিসাবে এই কথাটুকু রাখছি। আমাদের বিস্মৃত হবার নয় বেশ কিছুদিন আগেই আহিরণের কাছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ঐ দুর্ঘটনা ১৫ মার্চ্চের বাস দুর্ঘটনার চেয়ে অনেকাংশে ক্ষতিবহুল ছিল ঠিকই তবে দুর্ঘটনা মাত্রেই কিছু ক্ষতি ও মূল্যবান মানুষের জীবনের অকালবিয়োগ। সেই দুর্ঘটনায় দেখেছিলাম কেন্দ্র হতে রেলমন্ত্রীর—আগমন, স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগের তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও সহানুভূতি সর্বোপরি একটা স্বচ্ছ সৌজন্যবোধ। দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখি। এতে এই দুর্ঘটনার কবলে পতিত মৃত্যুপথ-যাত্রীদের, হাসপাতালে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অঙ্গহানি হওয়া মুমূর্ষু বাসযাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে এমনকি অকুস্থলে ও প্রশাসনিক বিভাগের কোন দপ্তরের কাউকেও লজ্জার মাথা খেয়েও বিবেক মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও সামান্য সহানুভূতি বা লোক দেখানো সৌজন্য-বোধটুকুও প্রদর্শন করতে দেখলাম না। তাই যখন শুনি দুর্ঘটনার মুহূর্তেও কতিপয় দুষ্কৃত-কারী দুর্ঘটনায় পতিত যাত্রীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা, ঘড়ি ছিনতায় করতে এগিয়ে এসেছিল, তখন বিশ্বাস করতে আর অসুবিধেই হয় না। এ কথা না লিখলে সত্যের অপলাপ হবে যে দুর্ঘটনার দিন—সুতী কেন্দ্রের মাননীয় এম এল এ শিষ মহম্মদ মহাশয়কে শুধুমাত্র হাসপাতালে আহতদের পার্শ্বে যেতে দেখে-ছিলাম। স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরের মাননীয় এস ডি ও, বি ডি ও স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের সামান্য সৌজন্যবোধ জানানোর কি কোন প্রয়োজনীয়তাই তাঁদের সেদিন ছিল না? এটা চরম নির্লজ্জতার জঘন্যতম প্রকাশ। এটা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে। সাধারণ যাত্রীদের মাঝে সেদিন কোনো ভি আই পি যাত্রী ছিলেন না তার খবর সম্ভবতঃ আগে ভাগেই প্রশাসনিক দপ্তরের কাছে এসেছিল বলেই ঘটনাস্থলে বা হাসপাতালে যাওয়া থেকে তারা ঐভাবে বিরত ছিলেন।

সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধে বাঁচার তাগিদে যানবাহনে যেভাবে যাতায়াত করতে হয়, সে কথা প্রশাসনিক দপ্তর অজ্ঞাত নহেন। সেদিনের মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় প্রশাসনিক বিভাগের ঔদাসীন্যতা ও একটানা অনুপস্থিতি তাদের মনুষ্যত্বহীনতার ও বিবেকবিরোধী অদূরদৃষ্টিরই পরিচয় বহন করে এ কথা হলপ করেই বলা যায়। তবু কে কার জন্য বেদনা প্রকাশ করে?

মুক্তা ঘোষাল এডভোকেট,
জঙ্গিপুর আদালত।

চক্ষু অপারেশন শিবির

ধুলিয়ান : গত ৪ হতে ৮ মার্চ্চ ধন্নালাল সেরাওগীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থানীয় লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৬২ জন দুঃস্থ লোক ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল হলে চক্ষু অপারেশনসহ খাওয়া ও থাকার সুযোগ পান। কলিকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ জি কে সরাফ, ডাঃ এল এম সাহা ও ডাঃ ভি কে সরাফ অপারেশন করেন। এ ব্যাপারে লায়ন্স ক্লাবকে সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন স্থানীয় ইয়ংস ক্লাব।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির কৃষি বীজ খামারে সম্প্রতি বহু ফসলী শস্য উৎপাদনের উপর আদিবাসী কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মহকুমা কৃষি আধিকারিক অমল ব্রজবাসী, এগ্রোনমিষ্ট প্রভাত বসু প্রমুখ বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞরা বৃষ্টি নির্ভর আদিবাসী এলাকায় নানা ফসলের চাষের সহজ সরল উপায় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন। বহু আদি-বাসী কৃষক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন।

'লিগ্যাল এইড'—কি এবং কেন ?

বিজয়কুমার গুপ্ত

সম্প্রতি বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে রাজ্যের আইন ও বিচার মন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ'র সভাপতিত্বে ও জেলার পঞ্চায়েত, বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, মহিলা সমিতি, বিভিন্ন গণ সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিক ও আইন-জীবীদের উপস্থিতিতে যে আইনগত সাহায্য আন্দোলন ও তার নতুন দিগন্ত সম্বন্ধে সারাদিনব্যাপী আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল তা নানা কারণে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতারা স্বাধীন ভারতবর্ষে দরিদ্র ও সমাজের অনগ্রসর মানুষকে প্রথম বিনা ব্যয়ে আইনগত সাহায্য দেবার কথা চিন্তা করে ৩৯(ক) ধারায় সমস্যার বিচার এবং বিনা খরচে বৈধিক সহায়তার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন। পরে সংবিধানের ৪২নং সংশোধনের দ্বারা ১৯৭৬ সালে ঐ সংবিধানগত প্রস্তাব আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

ইংরেজ আমলে ফৌজদারী কার্যাবিধি আইনে কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন জেল বা ফাঁসির দণ্ড হ'তে পারে এমন কোন অপরাধে দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হ'লে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তার পক্ষে নিজ ব্যয়ে কোন আইনজীবীর সাহায্য নেওয়া সম্ভব না হ'লে সরকারী ব্যয়ে উকিল নিযুক্ত করে তার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে দেশের প্রখ্যাত আইনজীবীরা, জাতীয়তাবাদী নেতারা, জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের সাধারণ গরীব মানুষ, কৃষক-মজুর, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক কর্মীরা যখনই বিপদে পড়েছেন বা অভিযুক্ত হয়েছেন তখনই তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদেরকে আইনগত সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মোকর্দ্দমায় তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে ও বিনা খরচায় আইনগত সাহায্য দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের ঐতিহাসিক বিচার থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর লালকেল্লায় অভিযুক্ত 'আজাদ হিন্দে'র ফৌজি অফিসারদের বিচার পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। এর পুরোভাগে সেদিন যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, শরৎচন্দ্র বসু, ভুলাভাই দেশাই, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারা।

কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতীয় সংবিধান রচয়িতারা সংবিধানে যাই-ই লিপিবদ্ধ করুন না কেন আমাদের দেশে সত্তরের দশক পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন আইন বা নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়নি। ১৯৭৪ সালে এ সম্বন্ধে কিছু বাস্তব প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং সরকার দুঃস্থ ও গরীব মানুষকে আইনগত সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে 'Rules for the legal aid to the poor (West Bengal) Rules 1974' প্রণয়ন করেন। এই নিয়মাবলী-গুলো কিন্তু কোন বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নের দ্বারা প্রণীত হয়নি এবং একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'Which had the force of law' চালু করা হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং Indian National Rural Labour Federation এর উদ্যোগে National Committee for Legal Aid গঠিত হয় এবং এই বিষয়ে একটি নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়। ১৯৭৩ সালে ভারতবর্ষের ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইন সংশোধিত হয়ে ওই আইনের ৩০৪ ধারার বিধান অনুসারে যে কোন গরীব ব্যক্তি দায়রা আদালতে যে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে উকিল নিযুক্ত করতে অসমর্থ হ'লে সরকারী খরচায় জেলা জজ তার দ্বারা প্রণীত নির্দ্ধারিত প্যানেল হ'তে নির্দিষ্ট যে কোন উকিলকে তাকে defend বার বার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৯৭৪ সালের ১ এপ্রিল হ'তে ওই আইন কার্য্যকরী হয়। ১৯৭৬ সালের ২৮ এবং ২৯ ফেব্রুয়ারী কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার হলে Under the Auspices of National Committee for Legal Aid একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলা Legal Aid Committee ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়। নিয়ম অনুসারে একজন 'Member সেক্রেটারী' ওই কার্যের জন্য নিযুক্ত হন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা শাসকের নেতৃত্বে জেলার ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যের জন্য সরকার নিযুক্ত উকিলদ্বয়কে নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হয় এবং কিছু কিছু কাজ শুরু হয়।

তারপর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সামাজিক ও আর্থিক-ভাবে দুর্বল ব্যক্তিগণকে আইন সংক্রান্ত সাহায্য ও পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ (রাষ্ট্রীয়) আইন সংক্রান্ত সাহায্য ও পরামর্শ দান প্রকল্প চালু করেন। উক্ত প্রকল্প অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অধিবাসীগণের মোট বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে ৫ হাজার এবং শহরাঞ্চলে ৭ হাজার টাকার বেশী নয় তাঁরা আইন সংক্রান্ত পরামর্শ সমেত মামলা পরি-চালনার জন্য সবরকম সাহায্য পাবেন এইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়। ওই প্রকল্পে আরও বলা হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আয় সংক্রান্ত বিধি নিষেধও শিথিল করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৪ সালে প্রণীত নিয়মাবলীতে কেবলমাত্র রাজ্য ও জেলা পর্য্যায়ে এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু ১৯৮০ সালের আইনে এই প্রকল্পটি মহকুমা ও ব্লক স্তরে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যদিও ব্লক পর্য্যায়ে যে কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে আইনজীবীদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে এবং রাজ্য জেলা ও মহকুমা পর্য্যায়ে কমিটিতে আইনজীবী সমেত সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের এবং বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

গত ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখের আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করে জেলার বিভিন্ন আইনজীবী, সমাজসেবী, পঞ্চায়েত কর্মী, মহিলা সমিতির সদস্যা ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি তাঁদের স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু ঐ সম্মেলনে কিভাবে Voluntary Involvement and Participation of Lawyers along with the common people সংযোজিত হতে পারে তার আলোচনা বিশেষ কিছুই হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার ন্যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলেও আমরা ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাব যে, সেখানে যাঁরা বৃহৎ আয়ের আইনজীবী তাঁরাও বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও উদার চিত্তের বিত্তবান ব্যক্তিরা নিজ নিজ আয় ও তহবিল হ'তে মাসিক বা সাপ্তাহিক নির্দ্ধারিত চাঁদা বা অনুদান দিয়ে বিভিন্ন সোসাইটী গঠন করে থাকেন এবং সেই সব সোসাইটীর সঙ্গে সরকারী অনুদান ও Participation যুক্ত হ'য়ে গরীব মানুষদেরকে আইনগত সাহায্য দেওয়া হয় বিনা খরচায়। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে বিশেষ করে 'দেশবন্ধু দেশপ্রিয় ও দেশপ্রাণে'র মত আইন-জীবীদের ঐতিহ্য সম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পায় ঐ সব স্বাধীন দেশের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ আইন-জীবীরা ও জাতীয়তাবাদী ও রাজ-নৈতিক নেতারা সেদিন যা করতেন আজ তার কোন লেশ নেই।

জেলা আইন সহায়ক সমিতির নেতৃবৃন্দ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৮০-৮৪ সালে এই কমিটি কোন কাজ করেন-নি। জেলার সি পি এম নেতা ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি জেলা শাসকের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন কেন কৃষকদেরকে ঐ সভায় ডাকা হয় নি? কেনই বা ঐ আইন জেলার বিভিন্ন স্তরে প্রচার করা হয় নি? দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরই দলের মুখপাত্র 'গণশক্তি', 'দেশহিতৈষী' ও অন্যান্য পত্র পত্রিকার নির্দেশনামা সম্ভবতঃ পাঠ করেননি। নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং নিজের বিফলতা ঢাকার জন্য আমলাতন্ত্রকে গাল দেওয়া এস কেমন কথা ?

আমার কাউকে কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদন রচিত নয়। স্বাধীনতা পূর্ব্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জেলার ক্ষুদ্র আইনজীবী হিসাবে আমরা সুদীর্ঘকাল যে আইনগত সাহায্য গরীব মানুষকে কখনও বিনা পারি-শ্রমিকে কখনও বা নাম মাত্র পারি-শ্রমিকে এবং প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের তহবিল হতে অর্থ সাহায্য করে গণতান্ত্রিক আইনজীবী হিসাবে জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিশিষ্ট আইন-জীবীদের নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণে সুদীর্ঘ-কাল দিয়ে এসেছি—আজ তার প্রতি আইনজীবীদের অনাস্থা দেখা দিয়েছে কেন এবং কেনই বা সরকার সেই ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে পারছেন না? 'লিগাল এইড' এর ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার বিগত আইনজীবী-দের একটা বিরাট ভূমিকা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বর্তমান আইন-জীবীদের মধ্যে এ ব্যাপারে অনীহা চিন্তার বিষয়। দল ও মতের উর্দ্ধে উঠে রাজনৈতিক নেতারাও এ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন কই? অথচ এইটিরই বেশী প্রয়োজন। 'লিগাল এইড' নিয়ে সর্ব স্তরে আলোচনায় লাভবান হবেন সকলেই। সাধারণ মানুষের মনেও ফিরে আসবে স্বস্তি।

অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকি

(১ম পৃঃ পর)

এই বেহাল অবস্থায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি প্রতিবাদে সাহস পাচ্ছে না। মাস কয়েক আগে বিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ক্লাস ফাঁকির জন্য কলেজে পোষ্টার পড়ে। ওই অধ্যাপক এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এবং 'প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় দেখে নেবেন' বলে ছাত্রদের শাসালে পোষ্টার ছিঁড়ে দেয় ছাত্ররাই। এদিকে ক্লাস ফাঁকির সঙ্গে সঙ্গে কিছু অধ্যাপকের অসহযোগিতায় জঙ্গিপুর কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ নিয়েও কর্তৃপক্ষ বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ 'ক্লাস সাসপেনডেড' ঘোষণা করে কলেজ যথারীতি খুলে রেখেছেন। এর ফলে আইনতঃ প্রত্যেক অধ্যাপক ও কর্মচারী কলেজে যেতে বাধ্য। কিন্তু কলেজের কিছু অধ্যাপক কলেজে উপস্থিত থাকতে গড়রাজি হয়েছেন। তারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গার্ড না দিয়ে ছুটি ভোগ করতে চান বলেই এই অনিচ্ছা। এক অধ্যাপক জানান, এই অনিচ্ছা নৈতিকতার পরিপন্থী। কারণ, তাঁর মতে, ওই সমস্ত অধ্যাপকরাই আবার উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখার ব্যাপারে এক পা এগিয়ে থাকেন। ওই অধ্যাপক জানান, কলেজে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছেন কেউ কেউ। এর মধ্যে বাম এবং ডান সমর্থক সকলেই রয়েছেন।

সাজসরঞ্জাম উধাও

(১ম পৃঃ পর)

অপরের দানে তৈরী কোন সুসজ্জিত হাসপাতাল এভাবে নষ্ট করার জন্য জনদরদী সরকারকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সমরেন্দ্রবাবু প্রাক্তন রাজ্যপাল ডায়াস সাহেবের কাছে দরবার করেছিলেন, হয় এই হাসপাতাল ভবন দাতা পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক আর না হয় কোন সদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠাতার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হোক। কিন্তু সে প্রচেষ্টা অরণ্যে-রোদন হয়েছে।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ মার্চ্চ স্থানীয় জনপ্রিয় হোমিও চিকিৎসক সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী ৬১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, ছয় পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছাড়াও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মির্জাপুর স্কুলসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্ত্তের সেবা

রঘুনাথগঞ্জ : রামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ স্মরণোৎসবের সহায়-তায় এবং রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্দ্যোগে গত ২৪ ও ২৫ মার্চ্চ এখানে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্বামী অবজোদানন্দ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ডাঃ অমিয়কুমার হাটী ভাষণ দেন। বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সেবামূলক কাজে প্রেরণা দিতে ডাঃ হাটি দু'দিনে ১৭৩ জন রোগীর বিনা মূল্যে চিকিৎসা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস

(১ম পৃঃ পর)

মহিলা কলেজ গড়ে উঠবে। এর জন্য আরও ৬ বিঘে জমি কেনার ব্যবস্থা হচ্ছে। উদ্যোক্তারা জানান, এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি কলকাতার উপকণ্ঠে খোলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় জমি না মেলায় তা সম্ভব হয় নি।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাব কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
গভঃ রেজিঃ নং ২১।১৩।৯০০৯
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।